গিনিপিগ ও বাংলাদেশী

-রিপন কুমার বিশ্বাস
mnbsnss@yahoo.com

কি আসে যায় যদি বাংলাদেশ দূনীর্তিতে পঞ্চমবারের মত প্রথম হয়! কি আসে যায় যদি দেশের মানুষ না খেয়ে থাকে! কি আসে যায় যদি দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকে!কি আসে যায় যদি সংখ্যালঘুরা সরকারী পৃষ্টপোষকতায় অত্যাচারিত হয়!

অথবা, কি আসে যায় যদি একা একটা মানুষ জঙ্গি সংগঠঙ্গগুলোর ক্রমাগত অপতৎপরতার মুখেও সারাবিশ্বে বাংলাদেশের আলাদা আরেকটা পরিচয় দেয়!! আমরা অভ্যস্থ হয়ে গেছি আতংক আর উৎকংঠায় থাকতে; আর সম্ভবত সেজন্য বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকও সাধারণ মানুষদের নিয়ে ভাবেন না। অবশ্য তারা কখনও ভাবেনিও।

বাংলাদেশে এখন সংলাপ চলছে, কে হবে তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান। বতর্মান সরকার তার আস্থাভাজন বিচারপতি কে,এম,হাসান-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তার করবে, এমন সিদ্ধান্তে অটল। অপরদিকে প্রধান বিরোধীদলসহ অন্যান্যরা এটা হতে দেবেনা। সংলাপ চলছে কিন্তু সাধারণ মানুষের কি আসে যায় তাতে। পত্রিকাগুলোতে এসেছে - দেশের অনেক জায়গায় এবার দারুন অভাব ছিল, অনেক মানুষ না খেয়ে ছিল দিনের পর দিন। কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আসে যারা নীতিগতভাবে অনেকের চেয়ে উন্নত হয় কিন্তু অশুভ ছায়া তাদের পিছু ছাড়েনা। বাংলাদেশ কি তেমন! '৭১ এ জন্মের পর থেকে একটা দিনও কি ভালও গেছে। কখনও প্রাকৃতিক দূর্যোগ, কখনও খরা, কখনও দূভির্ক্ষ, কখনও ক্ষমতা পাবার লড়াই, এরপর এসেছে জঙ্গি তৎপরতা। খুব বেশি চায়না বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখীদেশে সবচেয়ে বেশি দূনীর্তি, সবচেয়ে বেশি অভাব। এখানে মানুষ না খেতে পেরে আত্নহত্যা করে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট প্রতিমন্ত্রী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে বলে রেখেছেন, যাতে বতর্মান সরকারের কেউ দেশের বাইরে যেতে চাইলে যেন কোনো সমস্যা না হয়। তারা নিজেরাও জানে, পালা বদলের পালায় এবার তাদের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশের পালা। যেমনটি হয়েছিল এর আগেরবারের সরকারের বেলায়। কিন্তু এই হিসাব নিকাশ কি সাধারণ মানুষ করে!সিংহাসন রদবদলের এই খেলায় সাধারণ মানুষ শুধু ব্যবহৃত হয়েছে গিনিপিগের মত।

ডঃ মুহম্মদ ইউনিসের নোবেল প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের মানুষ অনেকদিন পর নিজেদের অস্তিত্বে আবার আত্নবিশ্বাসী হয়েছিল। ভেবেছিল বিশ্বকে বুঝি দিয়েছে নাড়া। কিন্তু কি আসে যায়! এদেশের নীতিনিধার্রকরাতো সাধারণ মানুষদের ততক্ষন পর্যন্ত স্বস্থিতে থাকতে দিতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের স্বার্থ পূরণ হয়।

পৃথিবীর একমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্বতি বাংলাদেশে। ক্ষমতা পাবার তীব্র আকংখা আর অবিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়া পৃথিবীর এই একমাত্র উপায়েও বাংলাদেশ স্বস্তি পাচ্ছেনা। রাজনীতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু এই অবিশ্বাস, সন্দেহ, আর নিরাপত্তহীনতা এত বেশি যে ক্ষমতায় থাকতে না পারলে তাদের দেশ ছাড়তে হয়।

কিন্তু তাতে কি আসে যায় সাধারণ মানুষতো আছেই যেকোনো সমস্যায় ব্যবহারের জন্য।

আলোচিত সে সংলাপও কোনো আলোর মুখ দেখেনি। এবার আরেকটা দূঃসময়ের জন্য বাংলাদেশীদের তৈরী হতে হবে। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ,' কবির এই কথাটা খুব বেশি প্রযোজ্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য।

তো কি আসে যায় যদি বাংলাদেশের কেউ শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়ে থাকে! তুমিতো বাংলাদেশের লোক, প্রস্তুত হও আরেকটা দূঃসময়ের জন্য। শান্তি বা স্বস্তি তোমাদের জন্য নয়!

রিপন কুমার বিশ্বাস 'দি সিউল টাইমস'-এ ইন্টার্ন ছিলেন। এখন নিউইয়র্ক বেসড ফ্রিল্যান্স রাইটার।